বেরোবিতে সংবাদ সম্মেলন ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ২ পক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) ক্যাম্পাসে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ডাকা সংবাদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বাধা, হট্টগোল এবং শিক্ষার্থীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদলের একাংশের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

শুক্রবার (৮ মে) দুপুর ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ছাত্রদলের একাংশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেয়।

বৃহস্পতিবার রাতে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে একই সময়ে উপাচার্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়া ছাত্রদলের আরেকটি পক্ষ পৃথক সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়। এতে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে সংবাদ সম্মেলন শুরু হলে সেখানে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জড়ো হন।

একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ফেরদৌস রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অনুমতির বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদি কোনো অনিয়ম করে থাকেন, তাহলে সবার আগে আমিই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেব এবং প্রয়োজনে শিক্ষাজীবন ছেড়ে দেব।

প্রক্টরের বক্তব্যের পর উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এসময় একে অপরকে

‘ছাত্রলীগের এজেন্ট’ ও ‘অস্থিতিশীলতার চেষ্টা’ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে দেখা যায়।

পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলকর্মী ঘটনাস্থলে এলে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়।

সংবাদ সম্মেলনের উদ্যোক্তা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হাফিজুর রহমান সিয়াম অভিযোগ করেন, তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।

সিয়াম বলেন, ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিফাত রাফি আগে ছাত্রলীগের লিফলেট বিতরণ করত, সে আমাকে ছাত্রলীগ ট্যাগ দিয়ে গলার কলার ধরে মারতে আসে। আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিষয় তুলে ধরতে চেয়েছিলাম।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিফাত রাফি। তিনি বলেন, হাফিজুর রহমান সিয়াম নিজেই ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করতে ছাত্রলীগের

এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। আমরা কোনো হামলা করিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ফেরদৌস রহমান বলেন, যে শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিল, আমি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিক্ষার্থী সেখানে উপস্থিত হলে হঠাৎ করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। আবার অনেকে বলছেন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে শিক্ষাঙ্গণের স্বাভাবিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এদিকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ছাত্রসংগঠনগুলোর অবস্থানকে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে এসেছে।